রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, এপ্রিল ৯, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৫ চৈত্র, ১৪৩২ মোতাবেক ০৮ এপ্রিল, ২০২৬

নিম্নলিখিত বিলটি ২৫ চৈত্র, ১৪৩২ মোতাবেক ০৮ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে :—

বা. জা. স. বিল নং-৩৮/২০২৬

পরিত্যক্ত বাড়ি (সম্পূরক বিধানাবলি) আইন, ২০২৩ এর সংশোধনকল্পে আনীত বিল

যেহেতু সরকার কতিপয় সম্পত্তি পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসাবে ঘোষণাপূর্বক 'ক' ও 'খ' তালিকাভুক্ত করিয়াছে এবং উক্ত তালিকাভুক্ত সম্পত্তি হইতে কতিপয় সম্পত্তি তালিকাভুক্তির পূর্বে বা পরে বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রয় করিয়াছে;

যেহেতু উল্লিখিত 'ক' ও 'খ' তালিকাভুক্ত সম্পত্তি সরকারের নিকট হইতে বৈধভাবে ক্রয় করিয়া হস্তান্তরগ্রহীতা মালিকানা, স্বত্ব ও স্বার্থ অর্জন করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের হস্থান্তরের মাধ্যমে মালিকানা, স্বত্ব ও স্বার্থ অর্জন করিতে পারেন কিন্তু উক্ত সম্পত্তি 'ক' ও 'খ' তালিকা হইতে বাদ দিলে তাহাদের স্বত্ব ও স্বার্থে জটিলতা সৃষ্টি হইতে পারে এবং একইসঙ্গে তাহাদের স্বত্ব ও স্বার্থে জটিলতা নিরসন করা প্রয়োজন এবং পূর্ববর্তী মালিকগণ বা তাহাদের পক্ষে কেহ এ বিষয়ে দাবি উত্থাপন করিতে পারে, সেকারণে উক্ত তালিকাভুক্তি বৈধভাবে করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হয়; এবং

যেহেতু উল্লিখিত সম্পত্তিতে হস্তান্তরগ্রহীতার ভোগ দখল ও স্বত্ব নিষ্কণ্টক করিবার জন্য পরিত্যক্ত বাড়ি (সম্পূরক বিধানাবলি) আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৬৪ নং আইন) সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

মূল্য : টাকা ৮.০০

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন পরিত্যক্ত বাড়ি (সম্পূরক বিধানাবলি) (সংশোধন) আইন, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০২৩ সনের ৬৪ নং আইনে নতুন ধারা ৫ক এর সন্নিবেশ**।—পরিত্যক্ত বাড়ি (সম্পূরক বিধানাবলি) আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৬৪ নং আইন) অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ৫ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৫ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"৫ক।পরিত্যক্ত সম্পত্তির 'ক' বা 'খ' তালিকাভুক্ত বাড়িসমূহের বৈধ মালিকানা নির্ধারণ।— পরিত্যক্ত সম্পত্তির 'ক' বা 'খ' তালিকার যে সকল বাড়ি সরকার কর্তৃক বিক্রয়মূল্যে হস্তান্তর করা হইয়াছে বা হইবে সেই সকল বাড়ির মালিকানা বা স্বত্ব হস্তান্তরগ্রহীতার নিকট বৈধভাবে হস্তান্তরিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং হস্তান্তরগ্রহীতাই উহার বৈধ মালিক হিসাবে গণ্য হইবেন এবং তিনি বা তাহার ওয়ারিশগণ যথাযথভাবে তাহার বা তাহার ওয়ারিশগণের নামে নামজারি করিতে পারিবেন।"।

৩। **২০২৩ সনের ৬৪ নং আইনের ধারা ১০ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ১০ এর উপ-ধারা (১) এর—

(ক) দফা (ক) এর ক্রমিক নং (২) এ উল্লিখিত "অতিরিক্ত কমিশনার (এপিএমবি), ঢাকা সহসভাপতি" শব্দগুলি, বন্ধনী ও কমার পরিবর্তে "তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা, সদস্য" শব্দগুলি ও কমাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) দফা (ক) এর ক্রমিক নং (১০) এ উল্লিখিত "তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা সদস্য-সচিব" শব্দগুলি, কমাগুলি ও চিহ্নের পরিবর্তে "অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (উন্নয়ন), ঢাকা বিভাগ, ঢাকা, সদস্য-সচিব" শব্দগুলি, বন্ধনী, কমাগুলি ও চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) দফা (খ) এর ক্রমিক নং (৮) এ উল্লিখিত "তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ, সদস্য-সচিব" শব্দগুলি, কমা ও চিহ্নের পরিবর্তে "তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল, সংশ্লিষ্ট বিভাগ, সদস্য" শব্দগুলি, কমাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(ঘ) দফা (খ) এর ক্রমিক নং (৮) এর পর নিম্নরূপ নূতন ক্রমিক নং (৯) সংযোজিত হইবে, যথা :—

"(৯) অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব), সদস্য-সচিব।"।

৪। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।—(১ পরিত্যক্ত বাড়ি (সম্পূরক বিধানাবলি) সংশোধন অধ্যাদেশ,২০২৫(২০২৫ সনের ১৫ নং অধ্যাদেশ) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত অধ্যাদেশের অধীন কৃত কোনো কার্য বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

উদ্দেশ্য ও কারণ সংবলিত বিবৃতি

Abandoned Buildings (Supplementary Provisions) Ordinance, 1985 রহিতক্রমে যুগোপযোগী করে নতুনভাবে প্রণয়নকল্পে ২০২৩ সনের ৬৪ নং আইন হিসেবে ১৩ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখে 'পরিত্যক্ত বাড়ি (সম্পূরক বিধানাবলি) আইন, ২০২৩' প্রণয়ন করা হয়।

২। সরকারের নিকট হতে ক্রয়কৃত পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে হস্তান্তর গ্রহীতার ভোগদখল ও স্বত্ব নিষ্কন্টক করার জন্য ২০২৫ সালে পরিত্যক্ত বাড়ি (সম্পূরক বিধানাবলি) আইন, ২০২৩'-এর সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হয়। পরিত্যক্ত বাড়ি (সম্পূরক বিধানাবলি) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫' জারির পূর্বে খসড়া অধ্যাদেশটি গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে সর্বসাধারণের মতামত আহবান করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ (বাবাকো) হতে খসড়া অধ্যাদেশের ভাষা প্রমিত করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আইনের খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মতামত প্রদান সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি কর্তৃক খসড়া অধ্যাদেশটি উপদেষ্টা পরিষদ-বৈঠকে উপস্থাপনের সুপারিশ করা হয়। গত ২০ মার্চ ২০২৫ তারিখে খসড়া অধ্যাদেশটি উপদেষ্টা পরিষদ-বৈঠকে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিভাগের ভেটিং-সাপেক্ষে চূড়ান্ত অনুমোদন করা হয় এবং ১৫ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে 'পরিত্যক্ত বাড়ি (সম্পূরক বিধানাবলি) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ (অধ্যাদেশ নম্বর-১৫, ২০২৫) গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়।

৩। উল্লেখ্য, রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৬, ১৯৭২ এবং তৎসঙ্গে পঠিত Abandoned Buildings (Supplementary Provisions) Ordinance, 1985 (১৯৮৫ সালের ৫৪ নং অধ্যাদেশ)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক কতিপয় সম্পত্তি পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করে 'ক' এবং 'খ' তালিকাভুক্ত করা হয়। উক্ত তালিকাভুক্ত সম্পত্তি হতে কতিপয় সম্পত্তি তালিকাভুক্তর আগে বা পরে বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এর নিকট বিক্রয় করা হয়। উল্লিখিত 'ক' এবং 'খ' তালিকাভুক্ত সম্পত্তি সরকারের নিকট হতে বৈধভাবে ক্রয় করে হস্তান্তরগ্রহীতা মালিকানা, স্বত্ব এবং স্বার্থ অর্জন করেছেন এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের হস্তান্তরের মাধ্যমে মালিকানা, স্বত্ব এবং স্বার্থ অর্জন করতে পারেন। উক্ত সম্পত্তি 'ক' এবং 'খ' তালিকা হতে বাদ দিলে তাদের স্বত্ব এবং স্বার্থে জটিলতা তৈরি হতে পারে। পূর্ববতী মালিকগণ বা তাদের পক্ষে কেউ এ বিষয়ে দাবি উত্থাপন করতে পারে সেকারণে উক্ত তালিকাভুক্তি বৈধভাবে করা হয়েছে বলে গণ্য করতে হয়। সরকারের নিকট হতে ক্রয়কৃত এরূপ পরিত্যক্ত সম্পত্তি হস্তান্তরগ্রহীতার ভোগ দখল ও স্বত্ব নিষ্কণ্টক করার জন্য পরিত্যক্ত বাড়ি (সম্পূরক বিধানাবলি) আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৬৪ নং আইন) সংশোধন করে 'পরিত্যক্ত বাড়ি (সম্পূরক বিধানাবলি) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫' প্রণয়ন করা হয়।

৪। 'পরিত্যক্ত বাড়ি (সম্পূরক বিধানাবলি) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫' এর ২ ধারার মাধ্যমে 'পরিত্যক্ত বাড়ি (সম্পূরক বিধানাবলি) আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৬৪ নং আইন)-এ নতুন

"৫ক" ধারা সন্নিবেশ করা হয়। এছাড়া অধ্যাদেশ এর ৩ ধারার মাধ্যমে 'পরিত্যক্ত বাড়ি (সম্পূরক বিধানাবলি) আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৬৪ নং আইন) এর ১০ ধারায় বর্ণিত পরিত্যক্ত বাড়ি নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা এবং নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বোর্ড এর সদস্য-সচিব পরিবর্তন করা হয়।

৫। বর্তমানে 'পরিত্যক্ত বাড়ি (সম্পূরক বিধানাবলি) (সংশোধন) আইন, ২০২৬' প্রবর্তন করা হলে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের যেসকল পরিত্যক্ত সম্পত্তির বাড়িসমূহ সরকারের নিকট হতে বৈধভাবে ক্রয় করে হস্তান্তরগ্রহীতা মালিকানা, স্বত্ব এবং স্বার্থ অর্জন করেছেন এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের হস্তান্তরের মাধ্যমে মালিকানা, স্বত্ব এবং স্বার্থ অর্জন করতে পারেন সেসকল পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে হস্তান্তরগ্রহীতার ভোগদখল ও স্বত্ব নিষ্কণ্টক হবে।

৬। লেজেসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ হতে 'পরিত্যক্ত বাড়ি (সম্পূরক বিধানাবলি) (সংশোধন) আইন, ২০২৬', শীর্ষক বিলের খসড়ায় ভেটিং প্রদান করা হয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় 'পরিত্যক্ত বাড়ি (সম্পূরক বিধানাবলি) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫' টি আইনে রূপান্তরের লক্ষ্যে 'পরিত্যক্ত বাড়ি (সম্পূরক বিধানাবলি) (সংশোধন) আইন, ২০২৬', প্রবর্তন করা অবশ্যক।

জাকারিয়া তাহের
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

ব্যারিস্টার মোঃ গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়া
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd